গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ১৯ নং আইন)

গাজীপুর মহানগরী এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন এবং উহার পরিচালনার নিমিত্ত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু গাজীপুর মহানগরী এলাকার জন্য একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন এবং উহার পরিচালনার নিমিত্ত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ

১। (১) এই আইন গাজীপুর মহানগরী পুলিশ আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) এই আইন গাজীপুর মহানগরী এলাকায় প্রযোজ্য হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অধস্তন অফিসার" অর্থ সহকারী পুলিশ কমিশনারের অধস্তন যে কোনো পুলিশ অফিসার;

(খ) "ঊর্ধ্বতন অফিসার" অর্থ পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার;

(গ) "গবাদি পশু" অর্থে হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, খচ্চর, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল এবং শুকর শ্রেণিভুক্ত সকল পশু অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "গাজীপুর মহানগরী এলাকা" বা "মহানগরী এলাকা" অর্থ এই আইনের প্রথম তপশিলে বর্ণিত এলাকা;

(ঙ) "জনসাধারণের প্রমোদাগার" অর্থ এমন স্থান যেখানে খেলাধুলা, বাদ্য, সংগীত, নৃত্য বা চিত্তবিনোদনমূলক অন্য কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা থাকে এবং অর্থের বিনিময়ে জনসাধারণকে প্রবেশাধিকার প্রদান করা হয়, এবং ঘোড়-দৌঁড়ের

মাঠ, সার্কাস, নাট্যশালা, সিনেমাহল, সংগীতালয়, বিলিয়ার্ড কক্ষ, ব্যায়ামাগার, সুইমিং পুল বা নৃত্যশালাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(চ) "পুলিশ আইন" অর্থ Police Act, 1861 (Act V of 1861);

(ছ) "পুলিশ কমিশনার", "অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার", "যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার", "উপ-পুলিশ কমিশনার" "অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার", "সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার" এবং "সহকারী পুলিশ কমিশনার" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন নিযুক্ত যথাক্রমে পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার;

(জ) "পুলিশ অফিসার" অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত বাহিনীর যে কোনো সদস্য এবং ধারা ১০ এর অধীন নিযুক্ত কোনো সহায়ক পুলিশ অফিসার এবং এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনরত অন্য কোনো পুলিশ বাহিনীর সদস্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঝ) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঞ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(ট) "বাহিনী" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত গাজীপুর মহানগরী পুলিশ বাহিনী;

(ঠ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ড) "মহা-পুলিশ পরিদর্শক" অর্থ পুলিশ আইনের অধীন নিযুক্ত Inspector General of Police;

(ঢ) "যানবাহন" অর্থ যে কোনো প্রকারের গাড়ি, গরু বা ঘোড়ার গাড়ি, ভ্যান, ঠেলাগাড়ি, মালবাহী গাড়ি, বাই-সাইকেল, ট্রাই-সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটর গাড়ি, ব্যাটারি চালিত গাড়ি, বাস, টেম্পু, ট্রাক, রিকশা বা রাস্তায় চলাচলের উপযোগী চাকাযুক্ত যে কোনো প্রকারের বাহন, এবং ট্রেন, মেট্রো রেল, জাহাজ, লঞ্চ, ট্রলার, নৌকা, সাম্পান, ফেরি ও উড়োজাহাজও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "রাস্তা" অর্থ সর্বসাধারণের সরাসরি চলাচলের অধিকার রহিয়াছে এমন কোনো সড়ক, গলি, পায়ে হাঁটা পথ, প্রাঙ্গণ, সংকীর্ণ পথ বা প্রবেশ পথ, সরাসরি চলাচলের জন্য উপযুক্ত হউক বা না হউক।

পুলিশ আইনের প্রয়োগ

৩। এই আইনের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, গাজীপুর মহানগরী এলাকায় পুলিশ আইন প্রযোজ্য হইবে।

কতিপয় ক্ষেত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের এখতিয়ার রহিত

৪। ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১০ এর উপ-ধারা (৭) এর ক্ষমতাবলে, সরকার, এই বিধান করিল যে, এই আইনের বা উহার অধীন ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, গাজীপুর মহানগরী এলাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্বধীন থাকিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে গাজীপুর মহানগরী এলাকায় ফৌজদারি বিচার কার্য সম্পন্নের জন্য যতদিন পর্যন্ত উপযুক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত স্থাপন না হইবে, ততদিন পর্যন্ত উক্ত এলাকা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর বিচারিক দায়িত্বে থাকিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
গাজীপুর মহানগরী পুলিশ বাহিনীর গঠন

বাহিনী গঠন

৫। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ অফিসার সমন্বয়ে, গাজীপুর মহানগরী এলাকার জন্য গাজীপুর মহানগরী পুলিশ নামে, একটি স্বতন্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠিত হইবে।

বাহিনীর তত্ত্বাবধান

৬। ধারা ৫ এর অধীন গঠিত বাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানের কর্তৃত্ব সরকারের উপর থাকিবে।

পুলিশ কমিশনারের নিয়োগ, ইত্যাদি

৭। (১) সরকার একজন পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিবে, যিনি মহা-পুলিশ পরিদর্শকের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, এই আইন দ্বারা বা উহার অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) সরকার এক বা একাধিক অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার নিয়োগ করিতে পারিবে, যাহারা পুলিশ কমিশনারকে তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব পালনে সাহায্য করিবেন এবং পুলিশ কমিশনার কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

অধস্তন পুলিশ

অফিসার নিয়োগ

৮। (১) বাহিনীতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক পুলিশ পরিদর্শক এবং অন্যান্য অধস্তন পুলিশ অফিসার থাকিবে।

(২) মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক পুলিশ পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন এবং অন্যান্য অধস্তন পুলিশ অফিসার মহা-পুলিশ পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-পুলিশ কমিশনার পদের নিম্নে নহেন এমন ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

(৩) অধস্তন পুলিশ অফিসার বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৪) নিযুক্ত হইবার পর প্রত্যেক অধস্তন পুলিশ অফিসার এই আইনের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত ফরমেট অনুযায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত একটি সনদ প্রাপ্ত হইবেন।

(৫) কোনো অধস্তন পুলিশ অফিসারের অনুকূলে উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী সনদ প্রদত্ত হইলে, বাহিনীতে তাহার চাকরি অবসান হইবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সনদ বাতিল হইয়া যাইবে এবং বাহিনীর চাকরি হইতে সাময়িক বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে উহার কার্যকারিতা স্থগিত থাকিবে।

বদলি

৯। এই আইন, পুলিশ আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, সরকার বা মহা-পুলিশ পরিদর্শক এই আইনের অধীন নিযুক্ত কোনো পুলিশ অফিসারকে পুলিশ আইনের অধীন গঠিত পুলিশ বাহিনীতে এবং পুলিশ আইনের অধীন নিযুক্ত কোনো পুলিশ অফিসারকে এই আইনের অধীন গঠিত পুলিশ বাহিনীতে বদলি করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ বদলির পর বদলিকৃত পুলিশ অফিসার যে পুলিশ বাহিনীতে বদলি হইয়াছেন সেই বাহিনীর জন্য প্রযোজ্য আইনের অধীন একজন পুলিশ অফিসার বলিয়া গণ্য হইবেন।

সহায়ক পুলিশ অফিসার

১০। (১) বাহিনীর স্বার্থে পুলিশ কমিশনারের বিবেচনায় যদি কোনো ব্যক্তির সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, সহায়ক পুলিশ অফিসার হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) নিযুক্ত হইবার পর, প্রত্যেক সহায়ক পুলিশ অফিসার-

(ক) এই আইনের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত ফরম অনুযায়ী একটি সনদ প্রাপ্ত হইবেন;

(খ) অন্য যে কোনো পুলিশ অফিসারের অনুরূপ ক্ষমতা ও সুবিধাদি ভোগ করিবেন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) অন্য যে কোনো পুলিশ অফিসারের জন্য যে শাস্তির বিধান রহিয়াছে সেই শাস্তির বিধানের আওতায় থাকিবেন; এবং

(ঘ) অন্য যে কোনো পুলিশ অফিসার যে কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন, সেইরূপ কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বাধীন থাকিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়
বাহিনীর প্রশাসন

বাহিনীর প্রশাসনে পুলিশ কমিশনারের আদেশ প্রদানের ক্ষমতা

১১। পুলিশ কমিশনার এই আইন ও তদধীন প্রণীত কোনো বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে আদেশ জারি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব এবং উহা পালনের পদ্ধতি ও শর্ত;

(খ) বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক ও বস্ত্রাদি এবং উহার পরিমাণ;

(গ) বাহিনীর দক্ষতা ও শৃঙ্খলা;

(ঘ) পুলিশ অফিসারের ক্ষমতার অপব্যবহার ও কর্তব্যে অবহেলা নিরোধ;

(ঙ) বাহিনী পরিদর্শন;

(চ) পুলিশ অফিসার কর্তৃক সংবাদ ও গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং অবহিতকরণ;

(ছ) বাহিনীর সদস্যদের আবাসস্থল; এবং

(জ) বাহিনীর প্রশাসন ও কল্যাণের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনো তহবিল গঠন, ব্যাবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

অধস্তন অফিসারদের শাস্তি

১২। (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৫ অনুচ্ছেদের বিধান এবং কোনো বিধি সাপেক্ষে, পুলিশ কমিশনার বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ঊর্ধ্বতন অফিসার কোনো অধস্তন অফিসারকে অবাধ্যতা, শৃঙ্খলা ভঙ্গ, অসদাচরণ, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা বা কর্তব্য পালনে শিথিলতা অথবা অন্য কোনো কার্যের কারণে কর্তব্য পালনে অযোগ্য প্রতিপন্ন করিবার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করিলে, তাহাকে লিখিত আদেশ দ্বারা কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত যে কোনো এক বা একাধিক শাস্তি প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from Service);

(খ) চাকরি হইতে অপসারণ (Removal from service);

(গ) বাধ্যতামূলক অবসর (Compulsory Retirement);

(ঘ) পদাবনতি (Reduction in Rank);

(ঙ) পদোন্নতি বন্ধকরণ (Barring Promotion);